সূচি

সম্পাদকের কথা ১৩

অধ্যায় ১

নাস্তিকতাবাদ ১৭

স্রষ্টাবিদ্বেষ (Misotheism) ১৯

নাস্তিকতাবাদ এবং দার্শনিক প্রকৃতিবাদ ২২

নাস্তিকতার ইসলামি সংজ্ঞা ২৩

নাস্তিকতাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৪

অধ্যায় ২

নাস্তিকতাবাদের প্রভাব ৩৩

আশাহীন জীবন ৩৩

নগণ্য মানুষ ৩৬

উদ্দেশ্যহীন জীবন ৩৯

কপট সুখ ৪১

অধ্যায় ৩

নাস্তিকতাবাদ কেন অযৌক্তিক ৪৭

যুক্তিপ্রমাণটি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা ৪৭

যুক্তি কী? ৫০

নাস্তিকতাবাদ দিয়ে মানুষের বোধবুদ্ধির ন্যায্যতা দেওয়া যায় না ৫৩

ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ কি যুক্তিক্ষমতাকে ন্যায্যতা দিতে পারে? ৫৫

ইসলামি ধর্মতত্ত্ব: সেরা ব্যাখ্যা ৫৮

জ্ঞানের ঘাটতির কারণে ঈশ্বর ৬০

বিচারহীন যুক্তি ৬০

দুরূহ জিনিস থেকেও বিচারবুদ্ধির আবির্ভাব হতে পারে ৬১

জড় প্রক্রিয়া বিচারবুদ্ধিকে ব্যাখ্যা করতে পারে? ৬২

অধ্যায় ৪

নাস্তিকতাবাদ কেন অস্বাভাবিক ৬৭
স্বতঃসিদ্ধ সত্য ৬৮
ঈশ্বর: স্বতঃসিদ্ধ সত্য ৬৯
"নাস্তিকতাবাদ স্বতঃসিদ্ধ সত্য" ৭৬
জন্মগত স্বভাব: ফিতরা ৭৬

অধ্যায় ৫

শূন্য থেকে মহাজগৎ? ৮১
কুরআনের যুক্তি ৮২
সসীম মহাজগৎ ৮৩
শূন্য থেকে সৃষ্টি? ৮৫
অধ্যাপক লরেন্স ক্রসের 'শূন্য' ৮৬
"কার্যকারণ কেবল এই মহাজগতের ভেতর অর্থবহ; তার মানে শূন্য থেকে এই মহাজগৎ অস্তিত্বেও আসতে পারে" ৮৯
শূন্য থেকে যদি কিছু না-ই হয়, তা হলে আল্লাহ কীভাবে শূন্য থেকে সৃষ্টি করলেন? ৯০
আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? ৯৫

অধ্যায় ৬

নির্ভরতা-যুক্তি ১০১
এই মহাজগৎ ও যা কিছু আমরা অনুভব করি, তার সবই চিরন্তন, অনিবার্য এবং স্বাধীন ১০৬
সবকিছু অন্য এক পর-নির্ভরশীলের ওপর নির্ভরশীল ১০৬
সবকিছু এমন এক সত্তার কারণে নিজের অস্তিত্ব লাভ করেছে, যিনি প্রকৃতিগতভাবেই চিরন্তন ও স্বাধীন ১০৭
মহাজগৎ স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল ১০৯
মহাজগৎ নিছক এক ঘটনামাত্র ১০৯
বিজ্ঞান একসময় ঠিকই জবাব খুঁজে পাবে! ১১০
আপনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ধরে নিয়েছেন ১১১
"ঈশ্বরের জন্য ব্যাখ্যার দরকার নেই?" ১১১

অধ্যায় ৭

সচেতনতা-যুক্তি ১১৫
জটিল সমস্যাটি সম্বন্ধে আরও কিছু কথা ১১৭
কিছু ব্যর্থ পদ্ধতি ১১৯
বিজ্ঞান কি কখনো একান্ত অনুভূতিবোধের ব্যাখ্যা দিতে পারবে? ১২৯
অবস্তুবাদী পন্থা ১৩০
আল্লাহর অস্তিত্ব সেরা ব্যাখ্যা ১৩৩
আত্মা সম্বন্ধে জানার গণ্ডি ১৩৬

অধ্যায় ৮

পরিকল্পিত মহাজগৎ ১৩৭
পরিকল্পতি মহাজগৎ সম্বন্ধে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ১৩৮
চুলচেরা হিসেব ১৪০
দৈবঘটনা ১৪৪
প্রাকৃতিক অনিবার্যতা ১৪৬
বহু মহাজগৎ ১৪৬
মহাজগৎ অবশ্যই সুপরিকল্পিত উদ্ভাবন! ১৪৮
পরিকল্পনাকারীকে কে পরিকল্পনা করল? ১৪৮
পরিকল্পনাকারী নিশ্চয় আরও জটিল হবেন ১৪৯
আল্লাহর সত্তা কি আঙ্গিকভাবে জটিল? ১৪৯
'জ্ঞানের ঘাটতির কারণে ঈশ্বর'? ১৫০
সম্ভাব্য বলে কিছু নেই! ১৫২
মহাজগতের বেশির ভাগ অংশই তো অবাসযোগ্য! কোথায় কথিত পরিকল্পনা? ১৫৩
আল্লাহ কেন এক ত্রুটিপূর্ণ মহাজগতের পরিকল্পনা করলেন? ১৫৩
দুর্বল নৃতাত্ত্বিক আপত্তি ১৫৩
আপনি ভাবছেন জীবন বিশেষ কিছু ১৫৫
অন্য-ধরনের-প্রাণের-অস্তিত্ব আপত্তি ১৫৬

অধ্যায় ৯

আল্লাহ এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা ১৫৯
ব্যক্তিনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা ১৫৯

ইউথিফ্রোর উভয়-সংকট ১৬১
ব্যক্তিনিরপক্ষে নীতিবোধের জন্য বিকল্প ভিত্তি আছে কোনো? ১৬৩
তারা যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা নাকচ করে দেন? ১৬৫
যুক্তিটাকে ভুল বোঝা ১৬৫
পরম নীতিবোধ বনাম ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবোধ ১৬৬
নীতিবিষয়ক আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে দুটো কথা ১৬৬

অধ্যায় ১০

স্রষ্টা একজনই ১৬৯
বর্জনমূলক যুক্তি ১৭১
ধারণাগত পার্থক্য ১৭১
ওকাম-এর ক্ষুর ১৭২
সংজ্ঞামূলক যুক্তি ১৭৩
আকাশবাণী যুক্তি ১৭৫

অধ্যায় ১১

বিপদ-আপদ এবং খারাপ সম্বন্ধে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ১৭৯
আল্লাহ কি শুধুই দয়াবান ও মহাশক্তিধর? ১৮০
অন্যায় এবং দুঃখ-দুর্দশার কী কারণ দিয়েছেন আল্লাহ? ১৮৬

অধ্যায় ১২

বিজ্ঞান কি আল্লাহকে বাতিল প্রমাণ করেছে? ১৯৩
কিছু নাস্তিক কেন মনে করেন বিজ্ঞান আল্লাহকে মিথ্যে প্রমাণ করতে পারে? ১৯৪
বিজ্ঞান কী? ১৯৭
ধারণা ১: বাস্তবতা সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ে বিজ্ঞানই একমাত্র উপায়; এটা সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে ১৯৮
ধারণা ২: এটা যেহেতু কাজ করে তাই সত্য ২০৬
ধারণা ৩: বিজ্ঞান নিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায় ২০৭
বিজ্ঞান ও ঐশী গ্রন্থের দ্বন্দ্ব ২১১
ধারণা ৪: পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদের সাথে দার্শনিক প্রকৃতিবাদ গুলিয়ে ফেলা ২১৪

বিজ্ঞান কি তা হলে আল্লাহকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে?.....২১৫

অধ্যায় ১৩

কুরআনের ঐশী রচয়িতা.....২১৭

সাক্ষ্যের জ্ঞানতত্ত্ব.....২২০

হস্তান্তর অধিকার.....২২৪

চাক্ষুস সাক্ষ্যের ব্যাপারে কিছু কথা.....২২৪

সেরা ব্যাখ্যার অনুমান.....২২৬

যুক্তিপ্রমাণ গঠন.....২২৮

মানবজাতির সামনে কুরআনের ভাষিক ও সাহিত্যিক চ্যালেঞ্জ.....২২৯

কুরআনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সবচে ভালো অবস্থানে ছিল সপ্তম শতকের আরবেরা.....২৩০

ব্যর্থ হলো সপ্তম শতকের আরবেরা.....২৩১

কুরআনের অনুকরণ-অসাধ্যতার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য.....২৩৩

বিরোধী সাক্ষ্যগুলো সম্ভব নয়; কারণ সেগুলো প্রতিষ্ঠিত আবহ তথ্যকে বাতিল করে.....২৩৭

সুতরাং (১-৫ থেকে) কুরআন অননুকরণীয়.....২৩৯

কুরআনের অননুকরণীয়তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা—কোনো আরব, অনারব, মুহাম্মাদ ﷺ বা আল্লাহ এর প্রণেতা.....২৩৯

সেরা ব্যাখ্যা কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে.....২৪৫

বিকল্প অনুমান.....২৪৫

মোদ্দা কথা.....২৪৭

অধ্যায় ১৪

আল্লাহর বাণীবাহক.....২৪৯

নবিকে অস্বীকার, নিজের মাকে অস্বীকার.....২৫০

যুক্তিপ্রমাণ.....২৫০

তিনি কি মিথ্যাবাদী?.....২৫১

তিনি কি বিভ্রান্ত ছিলেন?.....২৫২

তিনি কি একই সাথে মিথ্যুক এবং বিভ্রান্ত ছিলেন?.....২৫৫

তিনি সত্য বলেছেন.....২৫৫

আপত্তি.....২৫৫

নবিজির প্রচারিত শিক্ষা, তাঁর চরিত্র ও প্রভাব ২৫৭
পৃথিবীতে নবি মুহাম্মাদের প্রভাব ২৬৫
সহনশীলতা, সহাবস্থান ২৬৬
নিরাপত্তা সুরক্ষা ২৬৭
ধর্মীয় স্বাধীনতা ২৬৮
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ২৬৮
নানা বর্ণের মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য ২৬৯
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ২৭০

অধ্যায় ১৫

কেন কেবল আল্লাহ উপাসনা পাওয়ার যোগ্য ২৭৫
আল্লাহকে জানা ২৭৬
উপাসনার সারকথা ২৮০
আমাদের সব উপাসনা কেন আল্লাহর জন্যই হতে হবে? ২৮১
আল্লাহর উপাসনা পাওয়ার অধিকার তাঁর অস্তিত্বের অনিবার্য সত্য ২৮১
আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, ভরণপোষণ করছেন ২৮২
আল্লাহ আমাদের বেশুমার অনুগ্রহ দিয়ে রেখেছেন ২৮৪
যদি নিজেকে ভালোবাসি, তবে আল্লাহকেও ভালোবাসতে হবে ২৮৪
আল্লাহ ভালোবাসাময়; তাঁর ভালোবাসা সবচে পবিত্র ২৮৫
উপাসনা আমাদের সত্তার অংশ ২৮৮
আল্লাহকে মানা তাঁকে উপাসনার অংশ ২৮৮
আল্লাহর কি আমাদের উপাসনার প্রয়োজন? ২৯০
আল্লাহ কেন আমাদের তাঁর উপাসনার জন্য সৃষ্টি করলেন? ২৯১
মুক্ত দাস ২৯২

অধ্যায় ১৬

অন্তরের নিকেশ ২৯৫

শেষ কথা

ঘৃণা নয়, বিতর্ক করুন : ইসলাম নিয়ে সংলাপ ২৯৭

সম্পাদকের কথা

যদ্দুর মনে পড়ে, বাংলা অন্তর্জালে নাস্তিকতার সাথে আমার পরিচয় ঘটে ২০১৩ সালের দিকে। বাংলা ব্লগ দুনিয়ায় নাস্তিকদের তখন পোয়াবারো অবস্থা। তারা দিনরাত ইসলাম, মুসলিম, আল্লাহ, মুহাম্মাদ ﷺ, উম্মুল-মুমিনীন, কুরআনসহ ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান নিয়ে খিস্তি-খেউড় করত। তাদের সেই খিস্তি-খেউড়ের বিপরীতে মুসলিমদের অবস্থান বলতে একমাত্র সদালাপ ব্লগ ছাড়া বাংলা অন্তর্জালে আর কিছু চোখে পড়েনি তখন। এর কারণ হতে পারে বাঙালি মুসলমানেরা প্রযুক্তির সান্নিধ্যে তখনও ওভাবে আসেননি। ব্লগ দুনিয়ায় মুসলিমদের অনুপস্থিতিতে বাঙাল নাস্তিকেরা তাদের অন্তরের সমস্ত ক্লেদ, সমস্ত ঘৃণা, জিঘাংসা এবং বিদ্বেষকে রংচং এবং বিজ্ঞানের মোড়কে উপস্থাপন করে বেড়াত। ফলে নতুন নতুন যেসব মুসলিম তরুণেরা ইন্টারনেট দুনিয়ায় পা রাখত, শুরুতেই তাদের সাথে পরিচয় ঘটত নাস্তিকদের এই অন্ধকার দুনিয়ার। দুনিয়াটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকলেও বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে দুনিয়ার সমস্ত আলো বুঝি তারাই ধারণ করে বসে আছে। বাকি সবখানে কেবল বিশ্বাসের অন্ধকার। মানুষ যেভাবে আলেয়াকে আলো ভেবে ভুল করে, ঠিক মুসলিম তরুণদের একটি বিশাল অংশ তখন নাস্তিকদের সেই আলেয়াকে আলো ভেবে তার দিকে পা বাড়াচ্ছিল। ধর্মপ্রাণ পরিবার থেকে উঠে আসা তরুণেরা রাতারাতি পরিণত হচ্ছিল ধর্মদ্রোহীতে। যে-পিতা সন্তানের মননে খুব সযত্নে বুনে রেখেছিল বিশ্বাসের বীজ, নাস্তিকদের ছত্রছায়ায় এসে সেই মননে মহীরুহ হয়ে উঠছিল খোদাদ্রোহীতার চারা। এমনই একটি বিষাক্ত, দুর্গম, দুঃসহ সময়ের মধ্য দিয়ে কাটছিল তখনকার দিনগুলি।

এমন নয় যে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে মুসলিমরা কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেয়নি। নাস্তিকদের সকল প্রশ্নের জবাব যুগে যুগে মুসলিমরা দিয়ে এসেছে এবং এখনও দিচ্ছে। আমাদের ইমাম আবু হানিফা থেকে ইমাম গাযালি—মহান এই মানুষগুলোর জীবনের দিকে তাকালেই আমরা এর সত্যতা দেখতে পাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের মানসিকতায়। আমাদের তরুণেরা শিক্ষাবিমুখ। তারা নাস্তিকদের প্রশ্নগুলোকে যুক্তির বিচারে অব্যর্থ ভাবতে রাজি; কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোর বিপরীতে কোনো জবাব আছে কিনা আদৌ, এতটুকু পরিশ্রম তারা করতে রাজি নয়। ফলে, নাস্তিকদের প্রশ্নের বিপরীতে মুসলিম স্কলারদের ভুরি ভুরি কাজের যে-ভান্ডার, সেই ভান্ডার অবধি যাওয়ার ফুসরত আর হয়ে ওঠে না আমাদের প্রজন্মের। তারা ডুব দেয় একটি অন্ধকার গলির মাঝে। নাস্তিকতার রঙিন ফাঁদে তারা খুইয়ে বসে ঈমান।

আমি যে-সময়টায় নাস্তিকতার সাথে পরিচিত হয়েছি, সেই অবস্থা থেকে আমরা এখন অনেকখানি উত্তরণ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আরবি, উর্দু, ফার্সি এবং

ইংরেজিতে নাস্তিকতার বিপরীতে মুসলিমদের কাজ তো ছিলই, বাংলা ভাষাতেও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে, তাদের প্রশ্ন, যুক্তি, অপবাদের বিরুদ্ধে বেশ ভালো রকমের গোছানো কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। বাংলা ভাষায় নাস্তিকতার বিরুদ্ধে যে-কয়েকটা গোছানো কাজ হয়েছে, তাতে নতুন করে সংযোজন হতে যাচ্ছে উসতাদ হামজা আন্দ্রেস জর্জিসের *'দা ডিভাইন রিয়ালিটি'* বইটি।

ব্যক্তিগতভাবে বেশকিছু বছর আগ থেকে উসতাদ হামজাকে ফলো করি আমি। বেশ ভালো মানের আর্গুমেন্ট দাঁড় করানোর তার যে-সহজাত গুণ, সেই গুণ আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে। যখন তার *'দা ডিভাইন রিয়ালিটি'* পড়ার সৌভাগ্য হয়, তখন বেশ আপ্লুত হয়েছিলাম আমি। নাস্তিকতা নিয়ে ইংরেজি ভাষায় বিষয় ধরে ধরে জবাবমূলক একমাত্র বই সম্ভবত উসতাদ হামজার বইটি।

নাস্তিকদের প্রধান অস্ত্র হলো বিজ্ঞান এবং দর্শন। এ দুটো বিষয়ের মারপ্যাঁচে তারা এমন একটা ভাব দাঁড় করাতে চায় যেন দুনিয়ার তাবত বিজ্ঞান আর দর্শনের মূলমন্ত্র হলো একটাই—ধর্ম হটাও। আসলেই কি তা-ই? বিজ্ঞান কি সত্যিই খেদিয়ে বিদেয় করে দেয় ধর্মকে? দর্শন কি আসলেই অবান্তর বলে মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা এবং উত্তর দেওয়া সহজ না। এই সুযোগটাই লুফে নিয়েছে নাস্তিক-মহল। তারা সাধারণ মানুষের সামনে এমন একটা দৃশ্যপট তৈরি করেছে যেন বিজ্ঞান আর দর্শনে প্রবেশের প্রধানতম শর্তই হলো ধর্মকে জাদুঘরে রেখে আসা।

নাস্তিকদের এই কৌশল এখন বিশ্বব্যাপী প্রশ্নের সম্মুখীন। সারা পৃথিবীতে এখন ধর্মবাদীরা বিপুলভাবে এ-সকল তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করছে। বিজ্ঞান এবং দর্শন যে নাস্তিকদের একচেটিয়া কোনো সম্পত্তি নয়, এবং ধর্মের সাথে যে বিজ্ঞান-দর্শনের কোনো বিরোধ নেই, তা এখন বহুল আলোচ্য বিষয়গুলোর একটি। ঠিক এই বিষয়টিকেই প্রাধান্য করে তার বইটি সাজিয়েছেন উসতাদ হামজা। বিজ্ঞানের যে-ব্যাপারগুলোকে রংচং মাখিয়ে, দর্শনের যে-বিষয়গুলোকে ধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিকেরা দাঁড় করাত, ঠিক সেই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে একে একে সেগুলোর অপনোদন তিনি করেছেন তার *'দা ডিভাইন রিয়ালিটি'* বইতে। বইটিতে তিনি যেমন নাস্তিকতার অপনোদন করেছেন, ঠিক একইভাবে তিনি সত্য ধর্ম, সত্য উপাস্যের দিকেও মানুষকে আহ্বান করেছেন। বইটি যেমন নাস্তিকতার বিরুদ্ধে একটি শক্ত অবস্থান সমেত আমাদের সামনে আছে, একইভাবে দাওয়ার জন্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিশেবেও *'দা ডিভাইন রিয়ালিটি'* আমরা পাঠ করতে পারি।

অতীব প্রয়োজনীয় এই বইটিকে প্রচুর খাটা-খাটুনি করে অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই মাসুদ শরীফ। আমরা যারা এই বই থেকে উপকৃত হয়েছি এবং হব ইন শা আল্লাহ, তারা উসতাদ হামজার মতন মাসুদ শরীফ ভাইকেও দু'আতে রাখতে ভুলব না। বইটা সম্পাদনার গুরুভার আমার ওপর অর্পণ করেছিলেন উসতাদ-তুল্য রফিক ভাই। যদিও আমি এত উঁচু মানের বইটা সম্পাদনার যোগ্য ছিলাম না, তারপরও ভাইয়ের বদান্যতায় ধন্য হয়েছি। আল্লাহ যেন ভাইকেও উত্তম বদলা দান করেন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই বইটাতে কাজ করতে গিয়ে আমার জানার পরিধিও নতুন করে সমৃদ্ধ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সিয়ান পরিবারকেও অসংখ্য ধন্যবাদ মহামূল্যবান এই বইটিকে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করায়। সর্বোপরি এই বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রাণ খোলা দু'আ। আল্লাহ যেন এই বইটিকে তাঁর দীনের জন্য, বিভ্রান্ত মুসলিমদের হিদায়াতের উসিলা হিশেবে কবুল করেন। আমীন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লাবিল্লাহ।

আরিফ আজাদ

arifazad.bd@outlook.com

ফেব্রুয়ারি ২, ২০২০

অধ্যায় ১

নাস্তিকতাবাদ

শুরুতেই নাস্তিকতা বলতে আসলে কি বোঝায়, সে ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করা যাক। আক্ষরিক অর্থে Atheism মানে 'নাস্তিকতা'। আর এই Atheism-এ যারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে বলা হয় নাস্তিক। অর্থাৎ, নাস্তিক হলো এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ বা কোনো ধরনের ঈশ্বর, দেবদেবীতে বিশ্বাস করে না। শব্দটির মূল ধাতু হলো theos, যার অর্থ, 'কোনো ঈশ্বর বা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস'। দুটো শব্দই গ্রিক শব্দ থেকে আগত। তবে বর্তমানে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা বুঝতে হলে আভিধানিক অর্থের বাইরে আমাদের চোখ ফেরাতে হবে।

সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাস করার মানে আসলে কী? এর মানে কি নিজেকে যিনি নাস্তিক দাবি করেন, তার কাছে তার দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ আছে? নাকি স্রষ্টা বা ঈশ্বর সম্পর্কে আস্তিকরা যে ধরনের যুক্তিতর্কের অবতারণা করে থাকে, তাতে তিনি আস্থা রাখতে পারেন না? নাকি স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো ধারণাতেই তিনি বিশ্বাসী নন?

আদতে নাস্তিকতাবাদের সংজ্ঞা নিয়ে বিশেষজ্ঞরাও নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। সে যাহোক, দার্শনিক আলাপ-আলোচনা নিয়ে আমার আসলে কোনো আগ্রহ নেই। আমার আলোচনা নাস্তিকতার বাস্তব ও ব্যবহারিক বিষয়াদি নিয়ে।[১]

ওপরে বর্ণিত প্রথম প্রশ্নটিকে সামনে রেখে আগানো যাক।

যিনি নিজেকে একজন 'নাস্তিক' দাবি করে থাকেন, তার কাছে কি তার দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান আছে?

কেননা, জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে নিজেকে যিনি নাস্তিক দাবি করেন, তার কাছে এ-সম্বন্ধে প্রমাণ থাকা জরুরি। তিনি যদি দাবি করতে চান যে স্রষ্টা বলতে আদতে কেউ নেই, তা হলে তার দাবির পক্ষে তাকে অবশ্যই প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, তারা কি আস্তিকদের উপস্থাপিত কোনো যুক্তিতর্কের ব্যাপারে আশ্বস্ত নন?

ঘটনা যদি এটাই হয় তা হলে তো ব্যাপারটাকে মোটাদাগে আর নাস্তিকতাবাদের মাঝে ফেলা যায় না। ব্যাপারটা তখন চলে যায় সংশয়বাদের মধ্যে। সংশয়বাদী মানে হলো—যে ব্যক্তি স্রষ্টায় বিশ্বাসও করতে পারে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারে না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের একটা দোলাচলে তার অবস্থান। কেউ যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ের মধ্যে থাকে, তা হলে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি তাকে সঠিক যুক্তিপ্রমাণ দেওয়া যায়, তার তো অকপটে সেটা মেনে নেওয়ার কথা

শেষ প্রশ্নটি ছিল- 'নাকি তারা স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো ধারণাতেই বিশ্বাসী নন?'

কোনো ধরনের যৌক্তিক কারণ ছাড়া কেবল নিজের ইচ্ছে বা খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কেউ যদি স্রষ্টাতে অবিশ্বাস করে, তা হলে সেটা কাল্পনিক রূপকথা বা রাশিফলে বিশ্বাস করার মতোই একটা ব্যাপার।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাস্তিকদের সাথে বেশ কিছু আলোচনা-বিতর্কে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমি। আমার লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, নাস্তিকদের সাথে যদি এই প্রশ্ন রেখে আলোচনা শুরু করা যায় যে, 'কোনো ধরনের স্রষ্টায় আপনি বিশ্বাস করেন না কেন?', তা হলে এটা তাদের সাথে আলোচনার জন্য একটা চমৎকার সূচনা হতে পারে (দেখুন অধ্যায় ৪)।

এই প্রশ্ন দিয় আলোচনা শুরু করার ফলে তাদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের যে জবাব আসবে তা থেকে আপনি সহজেই তাদের সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌঁছাতে পারবেন। আপনি বুঝতে পারবেন তিনি আসলে কোন শ্রেণির লোক। তিনি কি সংশয়বাদী, নাকি যুক্তি-প্রমাণহীন নাস্তিক, নাকি স্রষ্টার অস্তিত্ব-বিরোধী কোনো প্রমাণ তার কাছে আছে।

সংশয়বাদীদের বেলায় স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করাই যথেষ্ট। তারা যদি আন্তরিক হন, আপনার উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণ যদি অকাট্য হয়, তা হলে তারা আপনার দাবি মেনে নিতে বাধ্য।

তারা যদি কোনো যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া এমনিতেই নাস্তিক হবার দাবি করে, আমি তখন তাদের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করি। জানতে চাই, স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পক্ষে কী প্রমাণ আছে তাদের কাছে? বিনা যুক্তিতে স্রেফ নিজের পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে কিছু বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার নেতিবাচক পরিণতি তুলে ধরি তাদের সামনে। তারা যদি দাবি করেন তাদের কাছে তাদের মতের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে, আমি তখন সেটা ভালোভাবে শুনতে ও বুঝতে চাই। একজন মুসলিম হিসেবে তখন আমার প্রথম কাজ হলো, তাদের উপস্থাপিত প্রমাণগুলোর যৌক্তিক ও নির্মোহ বিশ্লেষণ করা। এবং এর মাধ্যমে সেগুলোর মধ্যে তাদের বুঝের বাইরে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে সেগুলো একে একে অপনোদন করা। এরপর স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে ধরা।

তো, মোটা দাগে নাস্তিক হওয়া মানে:

- আল্লাহ বা কোনো স্রষ্টার ধারণায় অবিশ্বাস।
- আল্লাহর অস্তিত্বের স্বপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণের প্রতি অনাস্থা (সংশয়ী)।
- স্রষ্টা বলে কিছু নেই এমন একরোখা ধারণা।

নাস্তিকতা বিষয়ক অনেক চুলচেরা জটিল-কঠিন বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে, বেশির ভাগ নাস্তিকেরা আসলে স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণে আশ্বস্ত নন। তার মানে এরা ঠিক নাস্তিক নন; সংশয়বাদী। আল্লাহর অস্তিত্বের স্বপক্ষে তাদের উপযুক্ত যুক্তিপ্রমাণ দেওয়া গেলে তাদের বিশ্বাসী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল।

ওপরে নাস্তিকতার বাস্তব যে-সংজ্ঞা দিলাম, তার মানে কিন্তু এই নয় যে এর বাইরে অন্য কোনো ধরনের নাস্তিকের একেবারেই অস্তিত্ব নেই। কারও কারও মাঝে একাধিক নাস্তিকীয় ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

মানুষ তো আসলে কোনো বুদ্ধিমান যন্ত্র নয় শুধু। তার মন-মানসিকতা, চিন্তাধারা গড়ে ওঠার নেপথ্যে বিচিত্র কারণ থাকে। আবেগ-অনুভূতি, সামাজিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে ভূমিকা রাখে। এর সবগুলো উদ্‌ঘাটন তো চাট্টিখানি কথা নয়। তবে নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, নাস্তিকতাবাদ কেবলই যুক্তি আর বিজ্ঞানের ওপর ভর করে গড়ে ওঠা কোনো সিদ্ধান্ত নয়। বরং এর সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে বহুমাত্রিক মনস্তাত্ত্বিক নানা বিষয়। (তবে হ্যাঁ, সব নাস্তিকের বেলায় এটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে)।

স্রষ্টাবিদ্বেষ (Misotheism)

এটাকে ঠিক নাস্তিকতাবাদ বলা যায় না। তবে এটা যে স্রষ্টাকে অস্বীকার করার একটা ধরন তাতে সন্দেহ নেই। এই মতবাদ পোষণকারীরা সরাসরি স্রষ্টাকে 'অস্বীকার' করেন না; বরং তাঁকে তীব্র ঘৃণা করেন। তারা আফসোস করেন, যদি স্রষ্টা না থাকত তা হলে কতোই-না ভালো হতো!

স্রষ্টাবিদ্বেষের বিষয়টি এতদিন বেশ অন্ধকারেই ছিল। তবে এখন এটা নিয়ে কিছু বলা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ ধারণা করেন, কোনো কোনো নাস্তিকতাবাদের আসল মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিই হলো স্রষ্টাবিদ্বেষ। বার্নার্ড শোয়াইজার নামক এক সহযোগী অধ্যাপক একটি বই লিখেছেন এ বিষয়ে। কাজটি করতে গিয়ে বহু প্রসিদ্ধ চিন্তক আর লেখকদের বইপত্র ঘেঁটেছেন তিনি। এদের মধ্যে আছেন, অ্যালজার্নন

চার্লস সোয়াইনবার্ন, জোরা নিল হার্সটন, রেবেকা ওয়েস্ট, এলি উইসেল, পিটার শাফার এবং ফিলিপ পুলম্যান।

বইটিতে তিনি এই মর্মে উপসংহারে এসেছেন যে, পৃথিবীতে এত অন্যায়-অবিচার, দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণা দেখে স্রষ্টাবিদ্বেষীরা একজন মহানুভব, মমতাময় স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা ঠিক মেনে নিতে পারেন না। তিনি দেখিয়েছেন, তাদের মাঝে যে "ইতিবাচক মানবিক হৃদয়াবেগ" আছে, সাধারণত ওটাই ইন্ধন জোগায় স্রষ্টাকে ঘৃণা করতে।[৩]

শোয়াইজার আরও বলেছেন, স্রষ্টাবিদ্বেষীরা আবেগ-অনুভূতি এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অস্থির। তিনি বলেছেন,

> "যারা মানসিক, আবেগিক এবং শারীরিকভাবে জর্জরিত, স্রষ্টা থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি[৩] ... স্রষ্টাবিদ্বেষীতার আগুন নেভাতে বা নাস্তিকতার পথ বন্ধ করতে তাদের সহযোগিতা করলেই যে তা কাজে আসবে—তা হলফ করে বলা যায় না।"[৪]

এধরনের মানুষগুলোর মধ্যে একেকজনের স্রষ্টাবিদ্বেষের ধরন একেক রকম। তবে মানুষের যন্ত্রণাভোগে স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে তাদের ধারণা মোটের ওপর এক। তারা মনে করেন:

> "একজন মহানুভব স্রষ্টার ভাবমূর্তির সঙ্গে দুনিয়াব্যাপী এত অন্যায়-অবিচার, দুঃখ-দুর্দশা কিছুতেই মানায় না। এটা তার কাছে স্রেফ কোনো ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণের বিষয় নয়। স্রষ্টাবিদ্বেষীরা সত্যিকার অর্থেই স্রষ্টাকে এসবের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন। দৈবাৎ যেকোনো অন্যায় বা অন্যায্য দুঃখভোগের জন্য তাঁকে দায়ী করেন তারা। মানুষের দুঃখভোগে স্রষ্টার ভূমিকাটাকে নাস্তিক ও স্রষ্টাবিদ্বেষীরা দেখে একদম উলটো দিক থেকে। এই স্রষ্টায় বিশ্বাসীরা বলবে, স্রষ্টাবিদ্বেষীদের কাল্পনিক এসব দাবি একেবারেই অযৌক্তিক। কিন্তু স্রষ্টাবিদ্বেষীদের মতে এখানে ঘটনাক্রমে স্রষ্টার ওপর দোষারোপ করা হয়নি, বরং তিনিই সব অন্যায়ের মূল উৎস, সব অন্যায়ের আসল কারণ।"[৫]

শোয়াইজার খুব গভীরভাবে চিন্তা করেছেন বিষয়টি নিয়ে। স্রষ্টাবিদ্বেষীতাকে তিনি তিন শ্রেণিতে শ্রেণিতে ভাগ করেছেন:

- সংশয়ী স্রষ্টাবিদ্বেষী
- সত্যিকার স্রষ্টাবিদ্বেষী, এবং
- রাজনৈতিক স্রষ্টাবিদ্বেষী।

তার মূল বক্তব্যটির সারাংশ করলে স্রষ্টাবিদ্বেষীদের প্রশ্নটিকে এক কথায় দাঁড় করানো যায় এভাবে:

> "মানুষ কী এমন অন্যায় করেছে যে, স্রষ্টা তাদের ওপর এত দুর্ভোগ চাপিয়ে দিচ্ছেন?"

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, নাস্তিক দাবিদারদের একটা বড় অংশ একইসাথে স্রষ্টাবিদ্বেষী।

তাদেরকে যদি বলা হয়, আচ্ছা 'যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তা হলে কি তাঁর আনুগত্য মেনে নেবেন আপনি?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই থলের বেড়ালটা বেরিয়ে আসবে। (দেখুন অধ্যায় ১৫)। আমার সাথে আলাপ হওয়া বেশির ভাগ নাস্তিক আমাকে এর উত্তরে 'না' বলেছেন।

পৃথিবীব্যাপী অকারণ অন্যায় ও দুঃখভোগের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে থাকেন স্রষ্টাবিদ্বেষীরা। মানুষের ওপর ঘটে চলা নির্মম সব অত্যাচার দেখে তাদের উদ্বেগ আর যন্ত্রণার প্রতি আমিও সহমর্মী। কিন্তু নাস্তিক আর স্রষ্টাবিদ্বেষীদের সমস্যা হলো—তাদের সমবেদনার সাথে এক ধরনের চাপা আত্ম-অহংকারও রয়েছে তাদের মধ্যে। নিজের চোখ ছাড়া অন্য চোখে তারা কখনও দুনিয়াকে দেখতে চান না কোনোভাবেই। আবেগী এক মিথ্যাযুক্তির কাছে নিজেদের তারা সোপর্দ করেন। স্রষ্টার ওপর মানবীয় গুণ আরোপ করে তাঁকে চিন্তা করেন অবতার হিসেবে। তারা মনে করেন, আমরা যেভাবে ভাবী, স্রষ্টাকেও সেভাবেই ভাবতে হবে। তাঁকে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে সবধরনের অন্যায় থামাতে হবে। এসব অন্যায় চলতে দিলে তাঁকে অবশ্যই আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে; কিংবা তাকে অস্তিত্বহীন ঘোষণা করতে হবে।

স্রষ্টার প্রকৃতিকে মানুষের মতো ভেবে নিয়ে তাকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করার কারণে সামগ্রিক বিষয়টিতে তাদের একধরনের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। এমনকি তারা এটা ভেবে উচ্ছ্বসিত হন যে, স্রষ্টার চেয়ে মানুষের মহানুভবতা বেশি। কিন্তু সত্যি হলো, তাদের এই বিশ্লেষণ, এই মূল্যায়ন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতাই স্পষ্ট করে দেয়। স্রষ্টার কর্মকাণ্ড ও ইচ্ছের প্রকৃতির মাঝে থাকা ঐশ্বরিক গতি-প্রকৃতি তারা ধরতে পারেন না।

বাস্তবতা হলো, দুনিয়াজুড়ে ঘটে চলা অন্যায়, নিপীড়ন তো আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এটাও ভাবার অবকাশ নেই যে, এইসব অন্যায় নিপীড়ন দেখে তিনি আনন্দ পান, আর এজন্য তিনি এসব থামাচ্ছেন না।

বাস্তবতা হলো, তিনি এমন পূর্ণ ও সামগ্রিক দৃশ্যপটটি একই সাথে দেখতে পান, যা আমরা দেখি না; আমরা দেখি সেই পূর্ণছবির ক্ষুদ্র একটি অংশ। এটা বুঝতে পারলে মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক এক প্রশান্তি অনুভব হয় মনে। এটা অনুধাবনের কারণে